بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৫/১৮ | শনিবার, ১৮ জুমাদাল উলা, ১৪৩৯ হিজরী | ০৩/০২/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চলমান হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন: র‍্যাব-২ এর অধীনস্থ ঢাকার মোহাম্মাদপুর বসিলা ক্যাম্প (ঈচঈ ৩)-এর উর্ধতন কর্মকর্তা মেজর আতাউর এবং কোম্পানী কমান্ডার (ঈঈঙ) শাহাবুদ্দিন স্বপন কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে রুখে দাঁড়ান

গত বছর (২০১৭) যখন রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা পরিচালিত হচ্ছিল, এর প্রতিবাদে **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ -এর নানাবিধ কর্মসূচীর একটি ছিল (৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ঢাকার মোহাম্মাদপুর পোষ্টঅফিস সংলগ্ন বায়তুস সালাম জামে মসজিদে বাদ জুমু'আ প্রতিবাদ সমাবেশ। কিন্তু, উক্ত সমাবেশে, দূর্বৃত্ত দুইজন র‍্যাব কর্মকর্তার (র‍্যাব-২ এর মেজর আতাউর এবং কোম্পানী কমান্ডার শাহাবুদ্দিন স্বপনের) নেতৃত্বাধীন সদস্যরা উক্ত সমাবেশকে পণ্ড করে এবং সন্ত্রাসী কায়দায় মাহমুদ হাসান রবিন (২৮) নামে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একজন সদস্যকে গ্রেফতার করে। তাকে দুই দফা রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে এবং তাকে চিকিৎসা ও মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে। তারা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, উক্ত সমাবেশে উপস্থিত বাকি সদস্যদের গ্রেফতারে মরিয়া হয়ে উঠে এবং হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মোহাম্মদপুরের নেতা-কর্মীদের বাড়ি ও কর্মস্থলে সন্ত্রাসী কায়দায় হানা দেয় এবং একাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেফতারে অক্ষম হয়ে পরিবারের সদস্যকে (ফখরুল হাসান জীবন (৩০), যিনি দলের একজন সদস্যের ছোট ভাই) গ্রেফতার করে কিংবা আত্মঘাতী নাটক বানানোর হুমকি প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, অদ্যবদী তাদের ঘৃণ্য অপরাধী কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে, তারা প্রায় ডজনখানিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াহ্‌বহনকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাবশতঃ তারা এখনো বাড়ি বাড়ি সন্ত্রাসী কায়দায় হানা দিচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে দম্ভ ও অহংকার দেখিয়ে বলছে যে তারা আরো ডজনখানিক গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেনা। এমনকি দুই সপ্তাহ আগেও তারা আদালতে হাজিরা দিতে আসা দলীয় একজন কর্মীকে কোর্ট প্রাঙ্গণ হতে তুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়।

সাম্রাজ্যবাদী কুফর শক্তির ইসলামে বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মোসর্গকারী এই দুই দূর্বৃত্ত র‍্যাব কর্মকর্তার ঘৃণ্য ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের বর্ণনা এখানেই শেষ নয়। রিমান্ডে তারা বৈদ্যুতিক শক্, নখ উপড়ে ফেলা, মরিচ মিশ্রিত গরম পানির বাষ্প প্রয়োগের মত বর্বর ও অমানুষিক নির্যাতনে অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। তাদের অকথ্য নির্যাতনের নির্যাতনের মুখে দলের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য (মমিনুল হক বিপ্লব (২২)) যখন "আল্লাহ্ আল্লাহ্" বলে চিৎকার করছিলেন, তখন ইসলামবিদ্বেষী যালিম নির্যাতনকারী বলেছিল, "কোথায় তোর আল্লাহ্, তোর আল্লাহ্ আসেনা?" দলের আরেক নিষ্ঠাবান সদস্য (ইয়ামিন জিবরান (৪০)) যখন নির্যাতনকারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আল্লাহ্ আপনাদেরকে কিয়ামতের দিন ধরবে", তখন মদ্যপ নির্যাতনকারীরা যাদের অধিকাংশই ছিল মাতাল তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, "আল্লাহ্ নাকি আমাদেরকে ধরবে!", এমনকি নির্যাতনকারীরা তার দাড়ি টেনে ছিড়ে ফেলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি!

ক্ষমতার অপব্যবহার করে উন্মত্ত ও কাপুরুষোচিত পন্থা অবলম্বনকারী এই দুই র‍্যাব কর্মকর্তাকে আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই, কী আপনাদেরকে ইসলাম ও ইসলামের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে এহেন ঘৃণিত পদক্ষেপের দিকে ধাবিত করলো? কী আপনাদেরকে অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের পক্ষে আয়োজিত সমাবেশের উপর হামলে পড়তে উৎসাহিত করল? কী আপনাদেরকে খিলাফতে রাশেদাহ্'র প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে আমেরিকা, সাম্রাজ্যবাদী কাফির রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের দালালদের কর্তৃক পরিচালিত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পদানত সৈনিকে পরিণত করল? আমরা আপনাদেরকে আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদিস স্মরণ করাতে চাই: **"কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্'র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টদের একজন হিসেবে গণ্য হবে যে কিনা অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখিরাতকে পরিত্যাগ করলো"**। অথচ আপনারা এখানে শুধু অন্যের দুনিয়া নয় বরং ইসলামের শত্রুদের দুনিয়া সাজাতে নিজের আখিরাতকে বিসর্জন দিচ্ছেন! কারণ আপনারা ভালোভাবেই জানেন খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাধ্যমে শুধু তাদেরই স্বার্থ হাসিল হয়। সুতরাং, এসব ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড হতে বিরত হন। আর যদি তা না করেন তবে শুধু আখিরাতেই নয় খিলাফতে রাশেদাহ্'র আসন্ন প্রত্যাবর্তনের পর দুনিয়াতেও কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবেন, কারণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংঘটিত সমস্ত অপরাধের জন্য আপনাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

জেনে রাখুন, ইতিহাস সাক্ষী মুসলিমদেরকে নির্যাতন করে কখনই ইসলামকে দমন করা যায়নি, বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। তাই, অবিলম্বে উম্মাহ্'র এই নিষ্ঠাবান সন্তানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন। সেই দিনকে স্মরণ করুন ও ভয় করুন, যে দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর সামনে আপনাদেরকে অসহায় ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাজির হতে হবে এবং দুনিয়াতে তাঁর ওয়ালীদের (নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল বান্দা) প্রতি শত্রুতা প্রদর্শনের কারণে জাহান্নামের প্রহরীরা আপনাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আরো রয়েছে দহন যন্ত্রণার আযাব।" [সূরা বুরূজ: ১০]

সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের প্রতি, বিশেষতঃ এই দুই র‍্যাব কর্মকর্তার সহকর্মীদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা তাদের অপরাধী হস্তদ্বয়গুলোকে চেপে ধরুন এবং উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানদের বিরুদ্ধে এহেন ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড হতে তাদেরকে নিবৃত্ত করুন। তারা দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য শুধুমাত্র কুখ্যাতিই বয়ে আনছে, যে সামরিক বাহিনী প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামী এবং ইসলামপ্রেমী, এবং যার বিভিন্ন পদমর্যাদায় রয়েছেন এমনসব নিষ্ঠাবান ও সাহসী অফিসারবৃন্দ যারা নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের জন্য কাজ করছেন এবং অন্যান্যরা অতিশীঘ্রই খিলাফতে রাশেদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের সমর্থনে তাদের নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করবেন, ইনশা'আল্লাহ্।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ